বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

নং-বামাশিবো/প্রশা/২৩৩২৫১০১২৭১১/ভোলা-৮০/২৩৫

তারিখ: ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২ / ১২ আগস্ট ২০২৫

বিষয় : অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলাধীন ইদারার মূল কেন্দ্র হিফজুল কুরআন মুজাব্বিদ দাখিল মাদ্রাসার এডহক কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে চারিত্রিক ও আর্থিক কেলেংকারী, অশোভ আচরণে প্রমাণ সাপেক্ষ্যে সভাপতির পদ হইতে অপসারণের জন্য জনৈক মোহাম্মদ অলি উল্লা অভিযোগ দাখিল করেছেন (কপি সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায় অভিযোগ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ০৪ (চার) পাতা।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

১২.৮.২৫

প্রফেসর ছালেহ আহমাদ
রেজিস্ট্রার
ফোন: ৯৬১২৮৫৮
ই-মেইল: registrar@bmeb.gov.bd

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বোরহানউদ্দিন, ভোলা।

নং-বামাশিবো/প্রশা/২৩৩২৫১০১২৭১১/ভোলা-৮০/

তারিখ: ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২ / ১২ আগস্ট ২০২৫

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. জেলা প্রশাসক, ভোলা;
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, ভোলা;
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, বোরহানউদ্দিন, ভোলা;
৪. সভাপতি, ইদারার মূল কেন্দ্র হিফজুল কুরআন মুজাব্বিদ দাখিল মাদ্রাসা, ডাকঘর-মনিকা, থানা-বোরহানউদ্দিন, ভোলা;
৫. সুপার/ভারপ্রাপ্ত সুপার, ইদারার মূল কেন্দ্র হিফজুল কুরআন মুজাব্বিদ দাখিল মাদ্রাসা, ডাকঘর-মনিকা, থানা-বোরহানউদ্দিন, ভোলা;
৬. মাওলানা মোহাম্মদ অলি উল্লা (অভিযোগকারী), সাং- বড় মনিকা, ডাকঘর-মনিকা, থানা-বোরহানউদ্দিন, ভোলা;
৭. পি ও টু চেয়ারম্যান/ পি এ টু রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৮. আইন সেল, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৯. অফিস কপি।

১২/৮/২৫

মোঃ আব্দুর রশিদ
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
ফোন: ৯৬৭৪৮৭৪
ই-মেইল: dradmin@bmeb.gov.bd

তারিখঃ ২০/০৫/২০২৫

বরাবর

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বক্‌শিবাজার, ঢাকা।

বিষয়: ভোলা জেলাধীন বোরহানউদ্দীন উপজেলার অন্তর্গত ইদারার মূল কেন্দ্র হিফজুল কোরআন ও মুজাব্বিদ দাখিল মাদ্রাসার এডহক কমিটির বর্তমান সভাপতি মাওঃ মোঃ রেজাউল করিমের চারিত্রিক, আর্থিক কেলেংকারি ও অশোভনীয় আচরণের অভিযোগের প্রমাণ পত্রের মাধ্যমে সভাপতি পদ হইতে তাকে অপসারণ করার দাবি প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, ভোলা জেলাধীন বোরহানউদ্দীন উপজেলার অন্তর্গত ইদারার মূল কেন্দ্র হিফজুল কোরআন ও মুজাব্বিদ দাখিল মাদ্রাসাটি ১৯৮৫ ইং হইতে এম.পি.ও ভুক্ত হয়ে নিয়মিতভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমান এডহক কমিটির সভাপতি চরিত্রহীন, আর্থিক কেলেংকারি ও অশোভনীয় আচরণকারী ব্যক্তি কিভাবে একটি মাদ্রাসার সভাপতি হতে পারে তা আমাদের জানা নেই। একটি দাখিল মাদ্রাসায় বয়স্ক অনেক ছাত্রী এবং শিক্ষক ও কর্মচারীদের মধ্যে অনেক মহিলা চাকুরীরত অবস্থায় আছে। এমতাবস্থায় উক্ত চারিত্রিকহীন সভাপতি মাদ্রাসায় যে কোন মুহূর্তে একটি চারিত্রিক অঘটন ঘটাতে পারে। কারণ তিনি বিগত দিনে অনেক ঘটনা ঘটিয়েছেন। যাহার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে সভাপতি মাওলানা মোঃ রেজাউল করিমের কয়েকটি চারিত্রিক ঘটনার বিবরণ প্রমাণ পত্র সহ মহোদয়ের নিকট পেশ করিলাম।

১। বর্তমান সভাপতি মাওলানা মোঃ রেজাউল করিম ভোলা জেলার দৌলৎখান উপজেলার মডেল মসজিদে ইমাম হিসেবে আছেন। উক্ত ইমাম পদে ২০২৪ ইং সালের রমজান মাসের প্রথম তারিখ হইতে ইমামতির দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে দৌলৎখান মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপার ভাইজার রিনা বেগমের বাসায় সন্ধ্যা ও ভোর রাতে খানা খাইতেন। এই সুযোগে একাডেমিক সুপার ভাইজারের সাথে তার দৈহিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। মুসল্লি ও এলাকাবাসীদের মধ্যে কথা বলাবলি হইতে থাকিলে মসজিদের সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার উভয়কে ডেকে মানবিক ক্ষমার দৃষ্টিতে সমাধান দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সর্তক করে দেন। (০১ নং প্রমাণ পত্রের কাগজ সংযুক্ত আছে)।

২। দৌলৎখান মডেল মসজিদের পূর্বে তিনি ঢাকা মিরপুর ১০ নং বাইতুল কুদ্দুছ জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব ছিলেন, সেখান হতেও তিনি মসজিদের দায়িত্ব ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। সেখানে তিনি ইমামতির দায়িত্ব পালন কালে অর্থ আত্মসাৎ ও বিভিন্ন মুসল্লিদের থেকে বিভিন্ন সময় টাকা নেওয়া এবং বিশেষ করে ওমরা হজ্জ করার নামে অনেক মুসল্লিদের থেকে অনেক টাকা নেন। এতে মুসল্লিদের ভিতরে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে মুসল্লিদের মধ্যে মারপিটের আশঙ্কা দেখা দিলে মোঃ রেজাউল করিম পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। (সময়ের স্বল্পতার কারণে প্রমাণ পত্র দেওয়া সম্ভব হয় নাই, তবে ঘটনাটি সত্য)।

আবেদনের ০১ নং, অভিযোগের প্রমান পত্র

ভোলা জেলার দৌলৎখান উপজেলার মডেল মসজিদের ইমাম মাওঃ মোঃ রেজাউল করিম,পিতাঃ মৃত মাওঃ মোঃ নুরুল হক এর চারিত্রির অপকর্মের বিবরণ ও স্বাক্ষীদের স্বাক্ষরের মাধ্যমে অপকর্মের প্রমান পত্র।

মাওঃ রেজাউল করিম ২০২৪ ইং সালের রমজান মাসের প্রথম তারিখ হইতে মডেল মসজিদের ইমামতির দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি রমজান মাসের ১ম তারিখ হইতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার জনাবা রিনা বেগম এর বাসায় সন্ধা ও ভোর রাত্রে খানা খেতেন এই সুযোগে তাহাদের উভয়ের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হয়ে যায়। প্রথমত এলাকায় তাহাদের উভয়ের শারীরিক সম্পর্কের কথা প্রচার ও বলাবলি হইতে থাকে। এক পর্যায়ে তাহাদের বিবাহ বন্ধ হয়েছে বলেও সমাজে কথা উঠে পরবর্তীতে মসজিদের সভাপতি নির্বাহী অফিসারের নিকট অভিযোগটি গেলে নির্বাহী অফিসার উভয়কে ডেকে বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার বিবাহের কথা অস্বীকার করেন। নির্বাহী অফিসার তাহাদের মান-সম্মান ও চাকরির প্রতি লক্ষ রেখে উভয়কে ক্ষমা করে দেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কথা বা আচরণ হলে ক্ষমা করা হবে না বলে সতর্ক করে দেন। উক্ত পরিস্থীতিতে বর্তমানে দৌলৎখান মডেল মসজিদে ৫% জন মুসল্লিও ইমামের পিছনে নামাজ পড়তে রাজি নন।

উক্ত চারিত্রিক বিবরণটি সঠিক ও প্রমাণিত বলে আমরা নিম্নে স্বাক্ষর করিলাম।

১। মোঃ জয়নাল আবেদিন [illegible] ০১৬১১১২৯০৬১
[illegible] ও মুসল্লি মডেল [illegible]

২। মো: [illegible] 01708-619259
[illegible]-01708619259

৩। [illegible] [illegible] 01860-747432
[illegible] 0124181614

৪। মো: [illegible]

আবেদনের প্রেক্ষিতে অভিযোগের প্রমাণ পত্র:-

ইদারার মূল কেন্দ্র হিফযুল কোরআন ও মুজাব্বিদ মাদ্রারাসার সভাপতি নিযুক্ত করার সিদ্ধান্তে মাদ্রাসার হিতাকাংখিদের উপস্থীতিতে মাওঃ মোঃ রেজাউল করিম তার বড় ভাই মাওঃ মোঃ হাবিবুল্লাহ কে যে অপমান যনক কথা বার্তা ও আচার আচরণ করেছেন তার বিবরন ও প্রমান পত্র হিসাবে আমরা নিম্নে স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রমান পত্র হিসাবে বর্ণনা করিলাম :

মাওঃ মোঃ হাবিবুল্লা এর নাম সভাপতি পদে প্রস্তাব আসলে ছোট ভাই মাওঃ রেজাউল করিম খুব উগ্র মেজাজ দেখিয়ে বলল মন মত কমিটি করলে সকলকেই লাঠি দ্বারা পিটানো হবে। এতে বড় ভাই মাওঃ মোঃ হাবিবুল্লাহ বলল যে এটা কি ভাষা বললা সবাইকে তুমি পিটাইবা ? তার প্রতি উত্তরে সে রাগানিত হয়ে বললো আপনি এখানে কেন এসেছেন আপনার এখানে কি ? ঠেং পিটিয়ে ভেঙ্গে দেবো আপনি বড় রকমের চোর আপনি ঐ মাদ্রাসার সব কিছু খেয়ে ফেলছেন এখন এই মাদ্রাসাও খাইতে এসেছেন ? এধরেনের অনেক আপত্তিকর কথা ও অশ্লীল ভাষার মাওঃ রেজাউল তার ভাইকে বলেছেন। এ ধরেনের আচরণকারী ব্যক্তি আমাদের দৃষ্টিতে কখনও সভাপতি হতে পারে না এবং সকলের সিদ্ধান্তে মাওঃ হাবিবুল্লাহকেই সভাপতি হিসাবে মাদ্রাসা বোর্ডে প্রস্তাব পাঠানোর জন্য উক্ত বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় । মাওঃ রেজাউল করিমের নাম না দেয়ার ও সিদ্ধান্ত হয় কিন্তু মাদ্রাসার সুপারকে হুমকি হামকি ও ভয় দেখিয়ে দুই নাম্বারে তার নামটি পাঠাইয়াছেন।

উক্ত ঘঠনাটি সম্পূর্ন রূপে সঠিক ও সত্য বলে আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রমান করিলাম।

১। মো: মুহিবুল্লাহ ১৫/০৫/২০২৫
অবসর প্রাপ্ত সুপার, বড়মানিকা কামেলিয়া দাখিল মাদ্রাসা
মোবাইল 01714 55 2114
২। মোঃ কমরুদ্দিন
সুপার, ইদারার মূলকেন্দ্র দাখিল মাদ্রাসা (বর্নিত ঘটনার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন)
৩। হাবিবুল্লাহ
(মাদ্রাসার হিতাকাংখি) মোবাইল নং: 01790164226
মোবাইল নং:
৪।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card

নাম
মোহাম্মদ অলি উল্লাহ
Name
MD WALI ULLAH
পিতা
মোহাম্মদ নুরুল হক
মাতা
তাহেরুন্নেছা

Date of Birth 01 Mar 1972
NID No **955 551 0297**

ঠিকানা: বাসা/হোল্ডিং: ওসমানিয়া মাদ্রাসা, গ্রাম/রাস্তা: ম্যারকাটিজ রোড দঃ, চাঁদপুর মিউনিসিপ্যালিটি, ডাকঘর: পুরান বাজার - ৩৬০১, চাদপুর সদর, চাঁদপুর পৌরসভা, চাঁদপুর

Blood Group Place of Birth BHOLA Issue Date 13 Dec 2017

I<BGD955551029<78<<<<<<<<<<<<<<<
7203017M3212127BGD<<<<<<<<<<<<<0
ULLAH<<MD<WALI<<<<<<<<<<<<<<<<<